তারিখ ... 21 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৬ ...

সংবাদ

শিক্ষকের নির্যাতন : চিকিৎসাও সুস্থ হচ্ছে না স্কুলছাত্র

প্রতিনিধি, আমতলী (বরগুনা)

বরগুনার আমতলী আইডিয়াল হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র মেহেদী হাসান রাব্বিকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করেছে ওই বিদ্যালয়ের পরিচালক আবু হানিফ। উচ্চতর চিকিৎসা নেয়ার পরেও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেনি। রাব্বি এখন মানষিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। অভিভাবকরা উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ছাত্ররা সোমবার এ তথ্য সাংবাদিকদের জানালে ওই শিক্ষক ছাত্রদের ভয় ভীতি দেখাচ্ছে।

জানা গেছে, আমতলী পৌর শহরের অবৈধ আইডিয়াল স্কুলের আবাসিক হোস্টেলে দশম শ্রেণীর ছাত্রদের বিশেষ কোচিংর জন্য রাতভর ক্লাসের ব্যবস্থা করে। গত ১১ সেপ্টেম্বর রাতে ওই হোস্টেলে ১৭ জন ছাত্র রাত ১২টা পর্যন্ত ক্লাস করে ঘুমিয়ে পরে। রাত সারে ১২টায় বিদ্যালয়ের পরিচালক আবু হানিফ হোস্টেলে গিয়ে কোন ছাত্রের কাছে মোবাইল ফোন আছে কি-না তা খোঁজ করতে টেবিলের নিচে দু'টি সিগারেট পায়। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে মেহেদী হাসান রাব্বিকে বেধরক পিটাতে থাকলে রাব্বির চিৎকারে টহল পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তাকে উদ্ধার করে আমতলী হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার অবস্থা সঙ্কটজনক হলে ওই রাতে পটুয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হয়। পটুয়াখালীতে তার জ্ঞান না ফিরলে রাতেই বরিশাল নেয়া হয়েছে। বরিশাল হেমায়েত উদ্দিন ডায়াবেটিক ও জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দু'দিন চিকিৎসার পরে তার জ্ঞান ফিরে আসে। ওই হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আবু জাফর জানান তার মস্তিষ্কে আঘাত হয়েছে। তাকে মানষিক চিকিৎসার জন্য পরামর্শ দিয়েছি। ওই হাসপাতালে ৪ দিন চিকিৎসা শেষে মেহেদী হাসান রাব্বিকে তার বাড়িতে নিয়ে আসে। বর্তমানে রাব্বি মাঝে মধ্যে চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং অসংলগ্ন কথা বলে তার বাবা আ. মান্নান সাংবদিকদের জানিয়েছে।

এদিকে রাব্বির ঘটনার বিষয় সহপাঠীরা সোমবার সাংবাদিকদের জানালে ক্ষিপ্ত হন ওই পরিচালক। তিনি ওই ছাত্রদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন।

অভিযুক্ত পরিচালক আবু হানিফ জানান রাব্বির টেবিলের নিচে দুটি সিগারেট পেয়ে বেত দিয়ে ৫টি পিটুনি দিয়েছি তবে বেধরক মারধরের কথা অস্বীকার করেন।

ছাত্র মেহেদী হাসান রাব্বির সহপাঠী নাবিল ইসরাত বাঁধন মুঠোফোনে বলেন আমরা ১৭ জন দশম শ্রেণীর ছাত্র আইডিয়াল হাইস্কুলে রাতে কোচিং করি। ঘটনার দিন রাতে হানিফ সারে সিগারেটের অযুহাত দেখিয়ে মেহেদী হাসানকে বেধরক মারধর করেছে। তার মারধরে রাব্বি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। আমতলী থানার এএসআই সিদ্দিকুর রহমান জানান, ঘটনার রাতে শহরে টহল দিচ্ছিলাম। স্কুলে চিৎকার শুনে গিয়ে ওই ছাত্রকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে আমতলী হাসপাতালে নিয়ে যাই।

আমতলী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা গোলাম মোস্তফা বলেন আইডিয়াল স্কুলটি অবৈধ। এ বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া গেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়ের পরিচালক আবু হানিফ গোছখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন।